দৈনিক খবর

তারিখ 12 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

34

ঢাকা ভার্সিটির আইন-শৃংখলা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে দু'একদিনের মধ্যে বৈঠক

।। মাহফুজুর রহমান ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে দু'একদিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক বসছে। এদিকে সরাসরি বৈঠকে বসার আহবান না জানিয়ে পরামর্শ চেয়ে রাজনীতিবিদদের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে রাজনীতিবিদদের যুক্ত বৈঠক প্রশ্নে সংশয় রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসের অবসান ঘটিয়ে সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চ্যান্সেলর; আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই চ্যান্সেলরের সাক্ষাৎ চেয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। এ অনুরোধ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যদের সাথে চ্যান্সেলরের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে এখনও এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোন জবাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাননি বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসকারী ও

৫-এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুনির্দিষ্টভাবে অভিযুক্তদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার জন্য দু'একদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এ বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজিসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা ও সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে পরামর্শ ও সহযোগিতা চেয়ে উপাচার্য স্বাক্ষরিত একটি চিঠি গতকাল থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো শুরু হয়েছে। এ চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা সরাসরি না বললেও প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, উপাচার্য স্বাক্ষরিত এ চিঠিতে বলা হয়েছে, অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল থেকে আমি (উপাচার্য) সরকার ও সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি একটি যুক্ত বৈঠক করার আহবান জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা জাতির জন্য আদৌ মঙ্গলজনক নয়। সন্ত্রাস বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা মূলতঃ সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু আপনারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিসেবে জাতির সম্মানীয় ব্যক্তি এবং সমাজে আপনাদের প্রভাব রয়েছে।

এ চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নিরসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং এ ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ ভাগ সফলতা অর্জনের কথা উল্লেখ করে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ও পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, মূলতঃ সরকার ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি প্রশ্নে একটি যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই এ চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে চ্যান্সেলরের সাথে বিরোধী দল বৈঠকে বসবে কি-না, আবার বিরোধী দুই নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এক সাথে এক বৈঠকে বসবেন কি-না এসব প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সংশয় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিরোধী নেতৃবৃন্দের সম্মতি থাকলে তাদের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে বসার চিন্তা-ভাবনাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথেও মতবিনিময় করার কথা ভাবছে।

প্রভোস্টদের সভার মূল্যায়ন

গতকাল অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষদের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে আবারো সহিংসতার সম্ভাবনার কথা এ সভায় বলা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে এ সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হত্যা মামলার চার্জশীট হয় না। চার্জশীট হলেও আসামী ধরা হয় না। পুলিশকে তৎপর হতে এবং অস্ত্রধারী, হত্যাকারী ও সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার করতে সভায় আহবান জানান হয়।

নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় না খোলার সুপারিশ করে সভার সিদ্ধান্তে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলের সাথে যোগাযোগ করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে আবেদন জানান হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়ে আলোচনার জন্য কাল ১৩ই মার্চ ডাকসুর এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।